

দাম্পত্য জীবন কাটছে কেমন

একি ভালোবাসা নয়, এখনো সে পাশে
বসলে ভালো লাগে। দিনে দু'বার কথা
না হলে মনটা অস্থির থাকে। মনে হয়
সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু তার সঙ্গে বসে
থাকি ছোট্ট নদীর পাড়ে। এসব না হলে
আপনি তো নিরামিষ মানুষ...



১. অফিস আওয়ার শেষ হলে-
ক. কাজ শেষ হওয়া মাত্রই সে ছুটে আসে
বাড়িতে।
খ. কয়েক ঘন্টা সে কাটায় কলিগের সঙ্গে।
গ. মাঝে মাঝে আপনি তার অফিসে যান
বা সে আসে।

২. জন্মদিনগুলো কীভাবে কাটে?

ক. শুধু দু'জনে।
খ. পরিবারের সবার সঙ্গে।
গ. মনেই থাকে না।

৩. ছুটির দিনে কি করতে পছন্দ করেন?

ক. স্বাভাবিকভাবেই বাচ্চাদের সঙ্গে।
খ. শুধু দুজনে চলে যান দূরে কোথাও।
গ. বন্ধুদের সঙ্গে হৈ চৈ করে।

৪. কেনাকাটা কীভাবে করেন?

ক. সবকিছুই দুজনে মিলে পছন্দ করেন।
খ. একসঙ্গে মার্কেটে যান না।
গ. নির্ভর করে কি কেনা হবে।

৫. বিশেষ দিনগুলোতে কী পোশাক
পরেন?

ক. যা আপনার সঙ্গী পছন্দ করেন।
খ. নিজের পছন্দমতো।
গ. সাধারণ যেকোনো পোশাক।

৬. কতখানি শেয়ার করেন তার সঙ্গে?

ক. দু'জন পুরো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী।
খ. শুধু তার সঙ্গে পেতেই আগ্রহী।
গ. অন্যান্য বিষয়েও আগ্রহ আছে যেমন-
সিনেমা দেখা, গান শোনা প্রভৃতি।

৭. বাবা-মা হয়েছেন?

ক. না, এখনো হননি।
খ. সন্তানদের নিয়ে বেশ সুখী।
গ. থাকলেও নিজেদের শুধু দম্পতি
হিসেবেই ভাবতে চান।

৮. বেড়াতে গেলে, কীভাবে যেতে পছন্দ
করেন?

ক. স্বভাবতই একসঙ্গে।
খ. এক ঘুরতেই পছন্দ করেন।
গ. সে একাই ঘুরে বেড়ায়। আপনি সংসার
সামলান।

৯. সঙ্গীর কোন দিকটি বেশি আকর্ষণীয়?

ক. তার সৌন্দর্য।
খ. তার রোমান্টিক আচরণ।
গ. তেমন কিছু নয়।

১০. আপনাকে দেয়া সঙ্গীর সবচেয়ে
চমৎকারী উপহার-

ক. রোমান্টিক কবিতার/গানের ক্যাসেট।
খ. সে নিজে।
গ. সন্তান।

৬৬-১০০ : মেড ফর ইচ আদার। খুবই

স্কোরিং

	ক	খ	গ
১.	১০	০	৫
২.	১০	৫	০
৩.	০	১০	৫
৪.	১০	০	৫
৫.	১০	০	৫
৬.	০	১০	৫
৭.	১০	০	৫
৮.	১০	০	৫
৯.	৫	১০	০
১০.	০	১০	৫

রোমান্টিক আপনারা। নিজেদের ছাড়া আর
কাউকে নিয়ে ভাবতে চান না। কিন্তু
ব্যাপারটা একটু বোরিং না? অন্যদেরকে
পাতাই দিতে চান না।

৩৫-৬৫ : বেশ স্বাভাবিক দম্পতি। সঙ্গীর
সঙ্গে পছন্দ করেন ঠিকই কিন্তু পরিবার, বন্ধু-
বান্ধবও গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের কাছে।
দু'দিকের ব্যালেন্স রেখে চলতে জানেন।

০-৩৫ : যদিও একসঙ্গে আছেন। কিন্তু
কীভাবে আছেন? আপনারা কেউ কারো সঙ্গে
তেমন পছন্দ করেন না। মতের মিলও তেমন
নেই। সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগেই
সচেতন হয়ে উঠুন। নতুবা অনেক দেরি হয়ে
যাবে।

রোজীনা সুপ্তি